Indraindrajal.blogspot.in

অমর চিত্র কথা
সংখ্যা ৩৪২/১লা অক্টোবর ১৯৮৫

সম্পাদক
অনন্ত পাই
সহযোগী সম্পাদক
কমলা চন্দ্রকান্ত / সুব্বারাও
চিত্র শিল্পী
রাম ওয়াইরকর
কথা ও কাহিনী
যজ্ঞ শর্মা
তত্ত্বাবধায়ক
গোবিন্দ কটোয়ানী
প্রকাশক
এইচ. জি. মিরচান্দানী
আই. বি. এইচ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিঃ পক্ষে, মহালক্ষ্মী
চেম্বার্স ২২ ভোলাভাই দেশাই
রোড, বোম্বে ৪০০০২৬ এবং
তৎ-কর্তৃক আই বি এইচ
প্রিন্টার্স, মারোল নাকা,
মথুরাদাস ভীসানজী রোড,
বোম্বে ৪০০০৫৯ থেকে মুদ্রিত
© আই বি এইচ পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ বোম্বে ৪০০০২৬
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

একমাত্র পরিবেশক
উচ্চারন
২/১ শ্যামাচরন দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

চিত্রকথা কেনার সময়
নিচের প্রতীকটি দেখে
নিশ্চিত হয়ে নেবেন

অমর চিত্র কথা

বুদ্ধির লড়াই

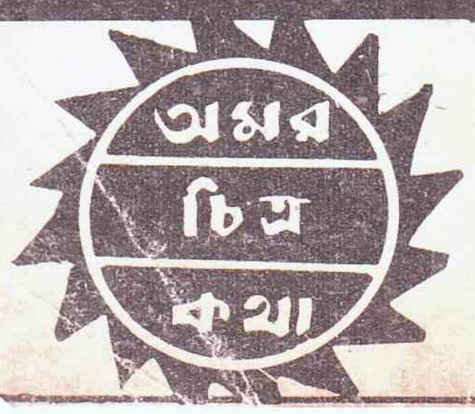

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, প্রানী মাত্রই মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহন করে থাকে। বুদ্ধেরও এই রকম পুর্নজন্ম হয়েছিল। বুদ্ধত্ব লাভ তৎসহ মানুষকে রোগ, জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য বোধিসত্ত্ব বার বার জন্ম গ্রহন করেছিলেন।

বোধিসত্ত্ব নানা রূপে জন্মগ্রহন করেছিলেন। যেমন মানুষ, বানর, হরিন, হাতি ও সিংহ। নানা অবয়বে তিনি যুগে যুগে জ্ঞান, ক্ষমা, মৈত্রী এবং সদ্‌ভাবনার বানী প্রচার করে গেছেন। জাতকের অজস্র কাহিনীর মধ্যে তা ছড়িয়ে আছে।

মহা উমগ্গ জাতক অনুসারে বোধিসত্ত্ব একবার ঔষধকুমার নামে শ্রেষ্ঠী শ্রীবর্ধনের গৃহে জন্মগ্রহন করেছিলেন। বর্তমান চিত্রকথায় সেই ঔষধকুমারের বাল্যকালের কিছু কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

অনুবাদ ও বর্ণলিপি:
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

এখন ৩০০-এরও বেশি
অমর চিত্রকথা পাওয়া যায়

Indrajaal.blogspot.com

বুদ্ধির লড়াই
অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। তখন মিথিলার রাজা ছিলেন বৈদেহ। এক দিন রাতে তিনি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে তাঁর দুর্গের সমান উঁচু চারটি স্তম্ভ আগুনে যেন জ্বলছে।
একটা ছোট আগুনের শিখা হঠাৎ সেই জ্বলন্ত স্তম্ভের মধ্যে দেখা গেল এবং ...
... সেটা ক্রমশ বড় হতে হতে দুর্গ, রাজপ্রাসাদ—সমস্ত কিছুই ছাড়িয়ে গেল!

রাজা আতঙ্কে জেগে উঠলেন।
হায় ঈশ্বর! কী স্বপ্ন দেখালে!
পরদিন সকালে রাজসভার চার পণ্ডিত সেনক, পুক্কুশ, কোবিন্দ এবং দেবিন্দের সঙ্গে তিনি আলোচনা করলেন।
সেনক, এই স্বপ্নের তাৎপর্য কী?
খুব শুভ, মহারাজ!
চারটি জ্বলন্ত স্তম্ভ, যা আপনি দেখেছেন, তা হলো পুক্কুশ, কোবিন্দ, দেবিন্দ এবং আমি। আর ...
... উজ্জ্বল ছোট আলোক রশ্মিটি হলো এক মহাজ্ঞানীর শুভ আগমন-বার্তা। যাঁর বুদ্ধি আমাদের সম্মিলিত বুদ্ধিকেও অতিক্রম করে যাবে।
এই মহাজ্ঞানী কবে জন্মগ্রহন করবেন?
আপনার স্বপ্ন থেকে মনে হচ্ছে, তিনি কাল রাতেই কোনও মহীয়সী মায়ের গর্ভে প্রবেশ করেছেন।

সেনক ঠিকই বলেছিলেন, যবমজ্ঝক গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীবর্ধনের স্ত্রী সুমনা দেবীর গর্ভে 'বোধিসত্ত্ব' প্রবেশ করেছিলেন।

যথা সময়ে সুমনা দেবী এক ফুটফুটে ছেলের জন্ম দিলেন।

আমাদের ছেলের মুখটা কেমন স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত!

ওর হাতের মুঠোয় কি আছে?

খুলে দেখছি।

মুঠো খোলা হলে—

এ যে এক টুকরো কাঠ!

সহসা স্পষ্ট এবং সুমধুর কণ্ঠে নব জাতক বলে উঠল—
এটা এক রকম ভেষজ, যা নানা রকম রোগ সারাতে অদ্বিতীয়।
বিগত সাত বছর ধরে শেঠ শ্রীবর্ধন শিরঃপীড়ায় নিদারুন ভুগছিলেন।
মাথার ব্যামো হলে এর পর এই ওষুধ ব্যবহার করে দেখতে হবে।
পরের দিনই তাঁর প্রচন্ড মাথা ধরতেই তিনি ভেষজটি শিলে বেটে ...
...কপালে সেটি লাগালেন।
কী আশ্চর্য! ভোজবাজির মতো যন্ত্রনা উধাও!
ভেষজটি জলে গুলে ওষুধ বানিয়ে যন্ত্রনাকাতর রোগীদের বিতরন করবো।

ভেষজের অলৌকিক কার্যকারিতার কাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই শ্রীবর্ধনের গৃহে কাছে-দূরের রোগীরা ভিড় করতে লাগল।
পাঁচ বছর ধরে যন্ত্রনায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। কী আশ্চর্য, আজ একটি বার এই ওষুধ খেতেই সমস্ত ব্যথা বেদনা দূর হয়ে গেল! একি স্বপ্ন...
যার কল্যানে এই নিরাময়, সেই শিশু দীর্ঘজীবী হোক!
শিশুর নামকরনের সময় হলে শ্রীবর্ধন সিদ্ধান্ত নিলেন—
আমাদের রীতি হলো, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম তার পিতামহের নাম অনুসারে রাখা। কিন্তু যেহেতু এই সন্তান এক অলৌকিক ওষধি...
...সহ জন্মগ্রহন করেছে, সেহেতু ঐতিহ্য ভেঙে করে ওর নাম রাখা হবে মহৌষধকুমার।

মহৌষধকুমার গ্রামের আর পাঁচ জন ছেলের সঙ্গে বড় হয়ে উঠতে লাগল। আর সকলের চাইতে সে ছিল নানা দিক থেকেই প্রখর। বুদ্ধিমান। যখন তার বয়স সবে সাত তখন একদিন—
ঔষধ, রাস্তায় প্রচন্ড ভিড়। এখানে খেলা করা যাবে না। চলো ঘরে ফিরে যাই।
কিন্তু বৃষ্টি বাদলায় সব সময়ই তো আমাদের ঘরের মধ্যে খেলাধূলা করতে হয়।
না। আর করতে হবে না। আমরা এক নতুন নগর বানাবো। ছাউনি দেওয়া খেলার মাঠ থাকবে তাতে। সমস্ত অভিভাবকদের কাছ থেকে আমরা চাঁদা নেব।
ঔষধকুমার গ্রামের সকলকে একত্রিত করে তার পরিকল্পনার কথা বললো।
আমরা আপনাদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে এক নতুন নগরী বানাতে চাই, যেখানে থাকবে ছোটদের জন্য ক্রীড়া কেন্দ্র...
...নিরাশ্রয় নারীদের আশ্রয়, পথিকদের বিশ্রাম গৃহ, অনাথ আশ্রম, প্রার্থনা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সভাগৃহ!

গ্রামের সরল মানুষজন ঔষধকুমারের পরিকল্পনা বুঝতে না পারলে কাগজে কলমে সে তাঁদের সব বুঝিয়ে দেয়। এবং তারপর তার তত্ত্বাবধানে...

... নতুন নগরী নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এবং ...

... যথা সময়ে নতুন নগরী তৈরি হলে ছোটরা বৃষ্টির দিনেও মহানন্দে খেলাধুলো করে। নিরাশ্রয় নারী ও অনাথরা আশ্রয় লাভ করে এবং পথিক বিশ্রাম কেন্দ্র পেয়ে এর পরিকল্পনাকারী ঔষধকুমারকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করতে থাকেন।

ঔষধকুমারের উপর সকলের আস্থা এমনই বেড়ে যায় যে, তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত বিরোধ মীমাংসায় তার পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকে।

এক দিন—

আমার বাচ্চাকে দিয়ে দাও!

এটা আমার ছেলে! তোমার বাচ্চা নয়!

আমি ওর কাছ থেকে বাচ্চাটাকে কেড়ে নিতে পেরেছি। এ থেকে প্রমানিত যে, বাচ্চাটা আমার!

না! আপনার নয়!

উনি বাচ্চাটাকে যেতে দিয়ে ছিলেন। কেননা, টানা-হেঁচড়ায় বাচ্চাটার কষ্ট উনি সহ্য করতে পারছিলেন না। উনিই বাচ্চাটার মা!

আমার বাচ্চা। আমার ছেলে!

ইতিমধ্যে, পন্ডিতদের সেই ভবিষ্যদ্বানী ঘোষিত হবার বেশ কয়েক বছর পর বৈদেহের রাজা স্থির করলেন যে, এই বার সেই মহাজ্ঞানীর সন্ধান করা দরকার।

মন্ত্রিগন, সেই বিরল প্রতিভার বালকের সন্ধানে তোমরা রাজ্যের চার দিকে বেরিয়ে পড়ো।

আজ্ঞে, মহারাজ!

পূব দিকে যে মন্ত্রী রওনা হলেন তিনি এক সময় ...

... যবমজ্জক নগরীতে এসে পৌঁছুলেন।

এই নয়ন বিমোহন নগরীর রূপকার কে?

শেঠ শ্রীবর্ধনের পুত্র, ঔষধ কুমার।

খুব প্রতিভাবান ব্যক্তি মনে হয়।

প্রতিভাবান তো অবশ্যই। তবে ব্যক্তি কি বলছেন, সে তো সাত বছরের বালক মাত্র!

সাত বছরের বালক মাত্র? তাহলে মহারাজকে ব্যাপারটা অবহিত করতে হয়!

Indrajal Comics

মন্ত্রীর বার্তা বাহক দ্রুত মিথিলায় ছুটে যায়।
মহারাজ, মন্ত্রী মহোদয়ের বিশ্বাস, আপনি যাঁর সন্ধান করছেন, তিনি হলেন যবমজ্জক নগরীর সপ্তম বর্ষীয় বালক শ্রীমান ঔষধকুমার।
আমিও প্রায় আট বছর আগেই সেই স্বপ্ন দেখেছিলাম।
পন্ডিত সেনক, আমার মনে হয় ঔষধকুমারকে আমাদের মিথিলায় আমন্ত্রণ জানানো উচিত।
সেকি! আমাদের সম্মিলিত পান্ডিত্য অতিক্রম করে যাবার মতো মহাজ্ঞানী!
আপাতত সে রকম কারন দেখছি না, মহারাজ। সুপরিকল্পিত নগরীর পত্তন কোনও বিরল প্রতিভা বা মহাজ্ঞানীর পরিচায়ক নয়।
ঠিক বলেছেন, পন্ডিত।
ঔষধকুমারের উপর মন্ত্রী যেন আরও কিছুকাল দৃষ্টি রাখেন এবং অস্বাভাবিক কিছু নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যেন সংবাদ দেন।
যথা আজ্ঞা, মহারাজ!

মন্ত্রী রাজার উপদেশ পালন করতে লাগলেন। এক দিন—

হেঁই! চোর! চোর!

ঔষধকুমার হাওয়ার গতিতে দৌড়ে চললো এবং ...

হায় ভগবান! বেশ বিরাট এক খন্ড মাংস নিয়ে পালিয়ে গেল!

অতো ভেঙে পড়বেন না! দেখি কি করা যায়!

... পাখিটার কাছাকাছি পৌঁছেই—

মাংসের টুকরোটা ওখানি ফেলে দাও!

আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করলাম, মহারাজকে গিয়ে তার বিবরণ দাও।

অতঃপর, মিথিলায়—

... আর কী আশ্চর্য, মহারাজ, পাখিটি সঙ্গে সঙ্গেই বালকটির আবেদনে সাড়া দিল। মহারাজ, মন্ত্রী মশায়ের স্থির বিশ্বাস, এই বালক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী!

পন্ডিত সেনক, বালকটিকে এইবার কি আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে?

সর্বনাশ! ওর পদার্পণ ঘটলেই আমাদের খ্যাতির প্রতিপত্তি সব কমে যাবে।

মহারাজ, পাখিটি হয়তো নেহাত ভয় পেয়েই মাংস খন্ডটি ফেলে দিয়ে থাকবে!

সে জন্য, ঔষধকুমারের কার্যকলাপের উপর আরও কিছু কাল নজর রাখতে বলা হলো।

এক দিন–
মনের সুখে চরতে থাকো।
এই ফাঁকে ছায়ায় একটু জিরিয়ে নিই!
গরু দু'টির মালিক একটু ঘুমিয়ে পড়তেই–
প্রাণী দু'টি জবরদস্ত। বেচতে পারলে ভালো দাম পাওয়া যাবে।
যে ঘুমোয় তার কপাল পোড়ে!
হেই!

আমার গরু নিয়ে কোথায় চলেছো?

তোমার গরু...?

গরু আমার...

চোর কোথাকার! এতো আমার গরু...

মিথ্যেবাদী!

তোমরা ঔষধকুমারের কাছে যাও। সে এই সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবে।

সুতরাং, দু'জনেই ঔষধকুমারের কাছে গেল।

কি ব্যাপার?

এই লোকটা আমার গরু চুরি করেছে।

ওর গরু? ঐ হাড্ডিসার লোকটার এমন নাদুস নুদুস গরু হয় কখনও?
ও দুটোর স্বাস্থ্য যে চমৎকার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।
আচ্ছা, কি খাইয়ে আপনি ওদের এমন স্বাস্থ্য রেখেছেন?
আমি নিয়মিত ওদের পর্যাপ্ত পরিমানে যব, ভুষি ও খইল খেতে দিই।
আর দাদা, আপনিও যখন দাবী করছেন যে, এ আপনারই গরু, তখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, কি এমন বিশেষ খাদ্য আপনি ওদের খেতে দেন?
আমি গরিব মানুষ। বিশেষ খাদ্য দেবার সাধ্য আমার নেই। সাধারন খাদ্যই আমি ওদের দিয়ে থাকি
বন্ধুগন, তোমরা সরিষার পাতা ভালো করে বেটে গরু দুটিকে খাইয়ে দাও!

Fun means GoldSpotting

Artificially flavoured. Contains no fruit juice or fruit pulp.

indraindrajal.blogspot.in

পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু হলো।

এই ওদের গোবর পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে।

... যব, ভুষি বা খইলের কোনও রকম নমুনা পেলে?

কই, মনে হচ্ছে না তো!

কী, আপনি নাকি প্রচুর পরিমাণে ওদের যব, ভুষি আর খইল খাওয়াতেন?

মিথ্যেবাদী! চোর!

আজ্ঞে, মানে ... হ্যাঁ, ... মানে ... না ...

মানে না ... মানে হ্যাঁ ...

ছলনার আশ্রয় নেওয়ায় ঔষধকুমারের বন্ধুদের হাতে চোরটি নিগৃহীত হলো।

তারপর-

এ গরু আপনার। আপনি নির্ভয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

গরু চুরির কাহিনী বৈদেহের রাজসভায় পৌঁছুলে—
মহারাজ, সাধারন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন যে কোনও মানুষই এই সমস্যার সমাধানে সক্ষম!
মন্ত্রীকে সেখানে আরও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলা হলো।
কিছু দিন বাদে মন্ত্রী তুলো খেতে কর্মরতা এক বৃদ্ধার এক সমস্যার সমাধানে আরও এক বার ঔষধকুমারের প্রখর ধী-শক্তির পরিচয় পেলেন।

এই যে! ...

... আমার সুতোর গোলা নিয়ে কোথায় চললে?

তোমার সুতো? মানে?

এ আমার নিজের হাতে তৈরি সুতো... বলছি, ফেরত দাও..

আমার জীবন থাকতে তা হচ্ছে না। আমি কিনা এই সুতো বুনতে গিয়ে আমার পেলব হাত নষ্ট করে ফেললাম। আর উনি এসেছেন আমার সুতো কেড়ে নিতে!

দু'জন মহিলাকেই ঔষধকুমারের কাছে হাজির করা হলো।

তাহলে দু' জনেই একই সুতো-গোলার দাবীদার।

আমার সুতো!

আমার সুতো!

মন্ত্রী মহোদয় সমস্ত প্রত্যক্ষ করলেন।

ঔষধকুমার উভয়কেই গভীর ভাবে পর্যবেক্ষন করলো।

বৃদ্ধার হাত দু'খানি একে বারে শক্ত। মাথার চুলে তুলোর আঁশও লেগে আছে!

... আর এর হাত দেখে মনে হয় না যে কোনও দিন কোনও শক্ত হাতের কাজ করেছে!

আচ্ছা, ভিতরে কি দিয়ে সুতো গোল করেছেন?

বড়ো অদ্ভুত প্রশ্ন। এখন কি জবাব দিই?

হুম্... ম... ম... বৃদ্ধা যখন তুলো খেতে কাজ করে তাহলে তুলোর বিচিই হবে...

ভিতরে তুলোর বিচি আছে!

আচ্ছা, আপনি ভিতরে কি রেখে সুতোর গোলা পাকিয়েছেন?

লাউ বিচি, বাবা!

সুতো খুলে ফেলো!

মা, এই সুতো আপনার। এটা নিয়ে যান।

লাউ বিচিই তো দেখছি!

মিথিলায় এই সংবাদ পৌঁছুলে রাজসভার পন্ডিতরা এবারও ঔষধকুমারের প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন।

সমস্যা মারাত্মক কিছু ছিল না, ছিল অত্যন্ত মামুলি। তবে সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল হতে...

...পারতো বৃদ্ধাও যদি তুলোর বিচি ব্যবহার করতেন।

সুতরাং মহারাজ, এই সামান্য ঘটনা থেকে ঔষধকুমারের কৃতিত্বকে কখনই অসামান্য বলা যায় না।

রাজসভার পন্ডিতেরা এই ভাবে সাত সাত বার ঔষধ-কুমারের মহাজ্ঞানকে অস্বীকার করলে মহারাজ তার সম্পর্কে আরও উৎসাহী হলেন।
ঔষধকুমারকে আমি নিজেই পরীক্ষা নেবো।
সরু গাছের কান্ড থেকে তিনি একটা কাঠের চোঙা বানাবার নির্দেশ দিলেন।
চমৎকার! এখন কারও সাধ্য নেই যে বলবে, কোন প্রান্তটা আগে!
কাঠের চোঙাটা শেঠ শ্রীবর্ধনের বাড়িতে পাঠানো হলো।
মহারাজ জানতে আগ্রহী এটার কোন দিকটা গোড়া আর কোনটাই বা আগা?
দু'টো প্রান্তই দেখতে একরকম। এর সদুত্তর দেওয়া কঠিন।
আমি একবার দেখি।

উদ্ভিদের ধর্ম, কান্ডের মূলের দিকটা সব সময় অপর দিক থেকে ভারী হবে।
সুতরাং যে প্রান্তটা জলে ডুবছে সেটা হচ্ছে কান্ডের মূল-প্রান্ত এবং ...
রাজা প্রথম পরীক্ষায় উৎসাহিত হলে রাজসভার পন্ডিত চতুষ্টয় অত্যন্ত বিমর্ষ হন। রাজার বিচারে ঔষধকুমার সম্পূর্ন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।
বালকটির জ্ঞান অবশ্যই অসাধারন। এবার দেখতে হবে ও কতদূর চালাক, এবং বুদ্ধির দৌড় কতো খানি?

এক দিন–

মহারাজ আপনাদের কাছে একটা দড়ি চেয়েছেন। তাঁর দোলনার দড়িটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে।

মহারাজের সেবা করতে পারলে আমরা কৃতার্থ হবো।

অবশ্যই। কিন্তু জানবেন, ওটা কিন্তু মোটেও সাধারণ দড়ি নয়।

ওটা বালি দিয়ে তৈরি। এবং তিনি ঠিক সেই রকমই একটা দড়ি চান।

কিন্তু কেমন করে বালি দিয়ে দড়ি তৈরি হয়?

আমি পারবো। কিন্তু একটা মুশকিল আছে...

... ছেঁড়া দড়িটা ঠিক কি পরিমান মোটা, সেটা তো আমাদের জানা নেই।

যদি তিনি ছেঁড়া দড়ির এক টুকরো নমুনা পাঠাতে পারেন, তাহলে আমরা ঠিক সেই রকম দড়ি তৈরি করে পাঠাবো।

রাজা যখন সব শুনলেন—

সাবাস! বালকের বুদ্ধির তুলনা নেই।

রাজা বৈদেহ বারংবার ঔষধকুমারের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েও সভাপন্ডিতদের পরামর্শে তাকে আহ্বান জানাতে পারেন নি। অবশেষে—

ঔষধকুমার নিঃসন্দেহে মহাজ্ঞানী। আমার সভায় এই বার ওকে আহ্বান জানানো দরকার।

কিন্তু মহারাজ...

আমি নিজে গিয়ে ওকে এখানে নিয়ে আসবো।

পরদিন প্রভাতে যবমজ্জকের উদ্দেশ্যে তিনি রওনা হলেন।

কিন্তু সহসা পথে—

ঘোড়ার পা ভেঙেছে।

অমঙ্গলের সূচনা, মহারাজ! ঔষধকুমারের সঙ্গে সাক্ষাতের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করুন!

পড়ে গিয়ে ঘোড়ার পা ভেঙেছে মাত্র। এতে অমঙ্গল কোথায়? যাই হোক, যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছি তা থেকে বিরত হচ্ছি না আমি।

কিন্তু পথ চলবেন কি করে? রাজবাহন তো আহত। বরং রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে ঔষধকুমারকে এক রহস্যময় বার্তা পাঠানো যাক। দেখা যাক, শেষ পরীক্ষা সে কেমন ভাবে উত্তীর্ণ হয়!

অতঃপর— রাজার ঘোড়ার পা ভেঙেছে শ্রীবর্ধন। অনুগ্রহ করে তাঁর কাছে অশ্বতর কিংবা আরও উন্নত কোনও প্রানী পাঠান।

কী অদ্ভুত প্রস্তাব। অশ্বতর, কিংবা আরও উন্নত কোনও জীব? তাহলে তো গাধা পাঠাতে হয়! প্রকৃতপক্ষে অশ্বতর জীবের জনক তো গার্দভই!

বাবা, মহারাজ ওসব কিছুই চাইছেন না। তাঁর প্রয়োজন তোমাকে ও আমাকে।

এ বুদ্ধির লড়াই এখানে শেষ করতে হবে।

কি ভাবে তা সম্ভব, পুত্র?

boiRboi.blogspot.com

রাজসভায় তোমাকে অসম্মান জানাতে হবে, এটাই দুঃখ!
কিন্তু পুত্র... তুমি তো সব সময়ই আমাকে সম্মান দেখাও।
চিরকাল আমি তোমাকে সম্মান জানিয়ে যাবো, পিতা! এবার এটা হলো আমার পরিকল্পনার একটা অঙ্গ।
তুমি প্রথমে রাজসভায় প্রবেশ করবে। পরে আমি ঢুকবো।
রাজা আমাকে আসন গ্রহণ করতে বললে তুমি উঠে দাঁড়াবে। সেই সুযোগে আমি বসে পড়বো।
তাই হবে পুত্র!
শ্রীবর্ধন রাজসভায় উপস্থিত হলে—
মহারাজের জয় হোক।
আপনার পুত্র কোথায়?
সে পরে আসছে, মহারাজ!

পরিকল্পনা মতো, ঔষধকুমার মিথিলার পথে এগিয়ে চললো।

রাজসভায় পৌঁছেই —

প্রনাম, মহারাজ!

আপন যোগ্যতা অনুযায়ী একটা আসন বেছে নিতে পারো।

যথা আদেশ, মহারাজ!

ঐ দিকে তাকান!

ঔষধকুমার তার পিতাকেই সম্মান করতে জানেনা। আর নিজেকে কিনা পন্ডিত বলে দাবী করে! সঙ্গীয় গর্দভটির চাইতে ও মোটেও উন্নততর নয়!
হা! হা!! হো! হো!!
হা! হা! হা! হি! হি!
হা! হা! হা! হি! হি! হি!
মহারাজ, আপনাকে খুবই বিষণ্ণ দেখাচ্ছে!
যাকে আমি এতো উচ্চাসনে বসিয়েছি, স্বপ্নেও ভাবি নি যে, সে আমাকে এতো নিঁচুতে নামিয়ে দেবে!

কিন্তু পিতার আসন দখল করার স্পর্ধা তোমার হলো কী ভাবে?

আপনার কি ধারনা, পিতা সর্ব-ক্ষেত্রেই সন্তানের চাইতে বড়?

অবশ্যই।

কোনটা উন্নত বেশি, গর্দভ, না অশ্বতর?

অবশ্যই অশ্বতর।

কিন্তু গর্দভ তো অশ্বতর প্রানীরই জনক!

তা জানি। কিন্তু এই জীব হচ্ছে আরও উন্নত, আরও পরিশ্রমী এবং কষ্টসহিষ্ণু।

মানুষের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে না কেন? এক জন তরুন এক জন প্রবীনের চাইতে নানা কারনেই জ্ঞানী হতে পারে।

একটা কথা। রাজ্যের কল্যানের ভার যাঁর হাতে ন্যস্ত, তাঁর কর্তব্য সেই বুঝে তাঁর মন্ত্রনাদাতা বেছে নেওয়া।

শেঠ শ্রীবর্ধন, আমি ঔষধকুমারকে আমার পুত্র হিসাবে দত্তক নিতে চাই। আপনি অনুমতি করুন।
অবশ্যই মহারাজ। যেখানে রাজ্য এবং প্রজারা এতে উপকৃত হবে সেখানে স্বার্থপরের মতো এমন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবো কেন!
শেঠ শ্রীবর্ধন এই মহান ত্যাগের জন্য যবমজ্জক গ্রামটি আপনাকে দান করলাম।
শেঠ শ্রীবর্ধন যবমজ্জকে ফিরে গেলেন। এবং ঔষধকুমারকে মিথিলার রাজা বৈদেহ দত্তক নিলেন।

অমর চিত্র কথা

তোমাদের মনের মতো রঙীন বই

অমর চিত্রকথা

প্রকাশিত তালিকা

• পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুব অষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

• জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

• ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
ঝাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

• কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুলিমালা
বাঘ ও কাঠঠোক্রা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প

প্রতিখণ্ড 4.00 টাকা মাত্র

প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:
উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Malay

You can swirl it. You can twirl it. You can curl your tongue around it. 'Cos it's smooth rich caramel on the outside with real Cadbury's Dairy Milk chocolate tucked inside. Just waiting to be licked and licked and l-l-l-licked...

Cadbury's
CHOCOLATE ECLAIR POPS

By Golly! It's a long-licking lolly!

Indraindrajal.blogspot.in